মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবিতা

ঐতিহ্য

কবিতাসূচি

দিনের কবিতা ৭
রাতের কবিতা ৮
দিবারাত্রির কাব্য ৯
উত্তর দক্ষিণ ১০
গাছতলায় ১৩
বুড়ো সন্ত্রাসবাদী ১৫
সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৬
রঙিন আলো ১৭
চা ১৮
প্রথম কবিতার কাহিনি ২০
পরিচয় ৩১
কবিতা ৩২
রাজা ও প্রজা ৩৩
চীন ৩৪
স্বাধীনতার স্বাদ থেকে ৩৫
ছন্দপতন থেকে ৩৬
জীবন-মরণ ৩৭
ছড়া ৩৮
নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা ৩৯
সুন্দর ৪৪
আমি ৪৫
গদ্য-কবিতা ৪৬
বাংলা ভাঙার কবিতা ৪৭
গুড়ের ভাঁড় ৪৮
শ্রাবণ মাস ৪৯
মোড় ৫১
কিশোরী ৫২
দুর্ভিক্ষ ৫৩
ডিসেম্বর ৫৪
আদিম কবিতা ৫৫
কয়েকটি শিরোনামহীন ৫৭
দিগ্‌বিজয়ী ৬৫
নাস্তিকের কথা ৬৬
পত্র ৬৭
সব্‌জে পাখি ও হলদে পাখি ৭১
শেফালি ৭২
সূর্যমুখী ৭৩
জবা ৭৪
রূপকথা ৭৫
পাঁকের ফুল ৭৬
হায় গো হায় ৭৮
শাওন রাতে ৮০
যৌবন ৮২
এই পৃথিবীর দেড়শো কোটি লোক ৮৫
পচা ৮৬

পরিশিষ্ট

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা : শব্দ-মদের বিরুদ্ধে ৮৯
আবদুল মান্নান সৈয়দ

দিনের কবিতা

প্রাতে বন্ধু এসেছে পথিক,
পিঙ্গল সাহারা হতে করিয়া চয়ন
            শুষ্ক জীর্ণ তৃণ একগাছি।
ক্ষতবুক তৃষার প্রতীক
রাতের কাজল-লোভী কাতর নয়ন,
            ওষ্ঠপুটে মৃত মউমাছি।

স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে সে দাঁড়ায়।
আমারে পোড়ায় তবু উত্তপ্ত নিশ্বাস
            গৃহাঙ্গনে মরীচিকা আনে।
বক্ষ রিক্ত তার মমতায়,
এ-জীবনে জীবনের এল না আভাস
            বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণে।

রাতের কবিতা

প্রেমে বন্ধু পঞ্জরের বাধা,
আলোর আমার মাঝে মাটির আড়াল,
রাত্রি মোর ছায়া পৃথিবীর ।
বাষ্পে যারা আকাশেরে সাধা,
সাহারার বালি যার উষর কপাল,
এ-কলঙ্ক সে-মৃত সাকির ।

শান্ত রাত্রি নীহারিকালোকে,
বন্দি রাত্রি মোর বুকে উতল অধীরে,
অনুদার সংকীর্ণ আকাশ ।
মৃত্যু মুক্তি দেয় না যাহাকে
প্রেম তার মহামুক্তি ।—নূতন শরীর
মুক্তি নয়, মুক্তির আভাস ।

দিবারাত্রির কাব্য

অন্ধকারে কাঁদিছে উর্বশী,
কান পেতে শোনো বন্ধু, শ্মশানচারিণী
মৃত্যু-অভিসারিকার গান।
'সব্যসাচী! আমি উপবাসী!'
বলি অঙ্গে ভস্ম মাখে সৃষ্টির স্বৈরিণী,
হিমে তাপে মাগে পরিত্রাণ।

'সব্যসাচী! আমি ক্ষুধাতুরা,
শ্মশানের প্রান্তঘেঁষা উত্তরবাহিনী
নদীস্রোতে চলেছি ভাসিয়া,
মোর সর্ব ভবিষ্যৎ-ভরা
ব্যর্থতার পরপারে।—কে কহে কাহিনি,
মোর লাগি রহিব বসিয়া?'

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের তিনটি পৃথক বিভাগের নামকবিতা। উপন্যাসের ভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, '*দিবারাত্রির কাব্য* আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল, অনেক পরিবর্তন করে গত বছর (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।...' 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশকালে উপন্যাসের বিভাগীয় কবিতা তিনটি ছিল না। কবিতা তিনটি তার পরবর্তীকালের রচনা এবং গ্রন্থাকারে উপন্যাসটির প্রকাশকাল অনুযায়ী কবিতা তিনটির রচনাকালে ১৯৩৫ বলে অনুমিত।

উত্তর দক্ষিণ

অবজ্ঞার খোয়া-তোলা যত্নে-গড়া সাধারণ পথ।
এক প্রান্তে রিজার্ভ জমিতে
ভবিষ্যের শব-সমারোহ, সমাধিফলক, পুষ্পিত শ্রদ্ধার্ঘ্য,
অন্য প্রান্তে ছোট ছোট নিষ্কর জমিতে
ভদ্র গৃহস্থের
একতলা দোতলা বন্দিশালা :

শোনো বন্ধু মর্মভেদী বাণী—
নাহি জানি হৃদয়ের কোন্ প্রান্তে নির্বাসিত প্রেমিকারা থাকে
জানিবার করেছি কৌশল, সংকেতে ইঙ্গিতে জেনে নিয়ে
বুকে যার স্তনের পীড়ন
হৃদয়ের কোন্ প্রান্তে আমি তারে করেছি গ্রহণ।

প্রথমে পেয়েছি শুধু ক্ষুব্ধ নীরবতা,
তার পর জয়ক্লান্ত ভিক্ষুণীর ক্ষমা,
অবজ্ঞায় উদার কোমল
তবু অভিমানহীন, বিবর্জিত শহুরে গ্রাম্যতা,
তার পর অসহায় তামাশার সুরে
সলজ্জ ঘোষণা—
প্রান্ত-ফ্রান্ত নয় বন্ধু হৃদয়ের সবখানি তার
ভিখারিনি সত্য বটে তবু তো রানির অধিকার।
অবিকল দ্রৌপদীর ভাষা,
শুধু একদিন
দুঃশলার বৈধব্যের আগে
সূর্যাস্ত চাহেনি বলে সব্যসাচী যার,
—তীব্র অপমানে
কবচকুণ্ডলদাতা সূর্যপুত্রে যে-অনুরাগিণী।
প্রণয়ের রাজনীতি ভুলে গিয়ে আমি তাই যুক্তি দিয়ে বলি,
দুটি বক্ষে ভেদ নাই যার
একার্থক শব্দ যার হ্যাঁ এবং না

ঘুমন্ত আননে যার ঘষামাজা ধার-করা লাবণ্য ভেদিয়া
ব্রণক্ষতে উঁকি মারে ভ্রূণ,
তার কি উচিত নয় একবার— শুধু একবার
ভুল করে বলে ফেলা কোন্ হৃদয়ের
কোন্ প্রান্তে তার
অভিসার?
অধিকার?

তখন সে কাঁদে বন্ধু আমারেও কাঁদাবার ছলে,
আমারে বুঝায় বন্ধু নরনারী একত্র কাঁদিলে
কোনমতে দুজনার দুটি ফোঁটা অশ্রু যদি একসাথে হয় ধূলিসাৎ
সমুদ্রও রিক্ত তার কাছে
বিস্তৃতির গর্ব ছাড়া।
আশ্বাসেও অবিশ্বাসী আমি বন্ধু অগ্নিপরীক্ষার,
বহু সীতা নির্বাসিতা মোর।
আমি যে রাবণ নহি
প্রণয়ের তপস্যায় আত্মঘাতী মহৎ রাক্ষস!
আমি যে পারি না মোর স্বর্ণপুরী হতে
বহু দূর অশোককাননে
রেখে দিতে করায়ত্ত নারীরে আমার
বুকে তার জন্ম দিতে প্রেম!
সোনার হরিণে যার আত্মবিস্মরণ
সোনার পালঙ্কে সেই আলেয়ারে না করি আহ্বান,
প্রেম নারীধর্ম নয় জানিয়াও প্রত্যহের ব্যর্থ অভিসারে
করিবারে মন্ত্রজপ 'ভালোবাসো মোরে',
নাহি করি পান
প্রেমহীনা যে-পানীয় প্রেমেরই সমান!
কোথা মন্দোদরী কাঁদে, কোন্ দিকে অশোককানন
ছিল তার রাবণের জানা,
আমি তো জানি না বন্ধু হৃদয়ের কোন্ প্রান্তে
নির্বাসিতা প্রেমিকারা থাকে!
অবজ্ঞার খোয়া-তোলা যত্নে-গড়া সাধারণ পথে
প্রতি পদক্ষেপে

টলে পড়ি উত্তর দক্ষিণে—
দক্ষিণের রিজার্ভ জমিতে
ভবিষ্যের শব-সমারোহ, সমাধিফলক, পুষ্পিত শ্রদ্ধার্ঘ্য,
উত্তরে ছোট ছোট নিষ্কর জমিতে
ভদ্র গৃহস্থের
একতলা দোতলা বন্দিশালা ।*

---

* আশু চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতাটি ১৩৪৫-এর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* নামক সংকলনে (সম্পাদক রমাপতি বসু) পুনর্মুদ্রিত হয় ।

গাছতলায়

চুলো তিনটে ইটের, আস্ত ইট,
তাতে জ্বলছে আট বছরের ন্যাংটো কাঠকুড়ুনির শ্রম,
ধোঁয়ায় কালো মাটিলেপা মাটির হাঁড়ি,
তাতে পাঁচমিশেলি দুটি চাল—
নেওয়ার বড় থাবার খয়রাতি মুষ্টি ছোট ।
গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে
যজ্ঞের এই চরু ঘাঁটছে একটা পেতনি,
ফোঁড়ায় নিঝুম বাচ্চাটির মুখে
বুকের চুপসানো থলির বোঁটা গুঁজে!

পিঁপড়ের রাজ্য প্রাচীন আমগাছ,
গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বুভুক্ষু জন্মদাতা,
বুঝি চুল ছিঁড়ছে উকুনের কামড়ে?
জৈষ্ঠের দুপুরে গায়ে দিয়েছে গরমকোট,
বোতামছাড়া, তালিমারা, চলটা-তোলা,
ফুটোয় ভরা, ধুলায় ধূসর,
মুহ্যতার মতো ঢোলা গরমকোট ।

স্তনাগ্রচূড়ায় ক্ষত-চোষা শিশু কাঁদল ওঁয়াও,
স্ত্রীকণ্ঠের ভেরী বাজল পুরুষকে চমক দিয়ে :
বসে কেন? বসে কেন? বসে কেন?
সেই যে এগিয়ে এল গাছতলা ছেড়ে
ঘটে গেল অ্যাকসিডেন্ট ।
চিলের নজর ছিল পায়ে,
সিল্কের পকেটাশ্রয়ী তামার বশীকরণে
হাঁটুতক যে-পায়ে জিয়ানো ঘা ।
সাঁক করে নেমে এল চিল,
ছোঁ মারল সেই ক্ষতে,
চঞ্চু আর নখে ।

হুহু করে কেঁদো না আমার সোনা
একটি বুলেট তোমায় দেব—
লড়াই থেমে গেলে।*

---

* প্রথম প্রকাশ 'নিরুক্ত', পৌষ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক: প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

বুড়ো সন্ত্রাসবাদী

আন্দামানের বনে তুমি ঘুমোওনি একরাশি বছর ।
তোমার হৃদয়খনির পাথুরে দেশপ্রেমের সোনাকে
তোমারই চিন্তায় পুড়িয়ে খাঁটি করেছে মার্কস, লেনিন আর স্ট্যালিন ।
চাটগাঁ থেকে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে চাটগাঁর মালিক?

আগ্নেয়গিরির পুরানো খনি চাটগাঁ
... পাহাড়ের বিস্ফোরণে ধরা পড়েছিল,
সোনায় ঠাসা সে-খনি, ইস্পাতের মতো তীব্র সোনা ।
চাটগাঁ থেকে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে চাটগাঁর মালিক?
বেশ করেছে,
তাড়িয়ে দিয়েছে বলেই তো এবার
ওদের যে তাড়াতে হবে,
জগৎ থেকে,
এটা বুঝে তুমি,
মার্কস লেনিন স্ট্যালিনের
স্যাঙাত হয়েছ![*]

* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার খাতার অপ্রকাশিত কবিতা । রচনাকাল ৩.২.৪৩ ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

চৈত্রের পরিচয়ে তুমি সূর্য হতে চেয়েছ।
তোমার যক্ষ্মা হয়েছে?
তোমার তরুণ রশ্মি দেখে ভেবেছিলাম,
বাঁচা গেল, কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।
তোমার যক্ষ্মা হয়েছে?
এও বুঝি ষড়যন্ত্র রাত্রিজ মেঘের,
উষার যারা আজ দুর্যোগ ঘটাল।
বুলেট ছ্যাঁদা করে দিচ্ছে তোমার উলঙ্গ ছেলেটার বুক,
তোমার বুক কুরে খাচ্ছে টি-বি কীট।
দুর্যোগের ঘনকালো মেঘ ছিঁড়ে কেটে
আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে,
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?
কে গাইবে জয়গান?
বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত!*

---

* রচনাকাল ১৭.৪.৪৭। প্রথম প্রকাশ : তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা মুখপত্র দৈনিক 'স্বাধীনতা', রবিবার, ৪.৫.৪৭। সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতি নিবেদিত কবিতার সংকলন *সুকান্তনামা*-র (বৈশাখ ১৩৫৭) প্রথম কবিতা হিসাবে পুনর্মুদ্রিত হয় (সম্পাদক: মিহির আচার্য)।

রঙিন আলো

আকাশে যেদিন তারার দেখা নেই,
দুর্যোগে,
খুঁজবে সেদিন মাটির জোনাকি।
রানি যেদিন ঘুমে অবশ কায়া,
            চাইবে সেদিন দাসী।
রাজার সবই সাজে।
যেমন সাজে মুকুট টুপি তাজ।
আমরা গরিব আমরা শুধু জ্বলি,
লাল কেরোসিন ডিবরিতে।
শিখায় শিখায় আমরা হেরে আছি,
ইলেকট্রিকের আলোর জ্যোতি নেই।
এসো দিকি মোটামুটি মাপি আলোর রং,
এসো দিকি মাপি আলোর তেজ।
দখিনের ওই মিষ্টি অন্ধকারে
তোমরা জড়ো করো,
গ্যাস বিদ্যুৎ বোমার ঝিলিক সব।
উত্তরে এই শীতল কালিমায়,
ঘেঁষাঘেঁষি আমরা জ্বালি ডিবড়ি-দীপের শিখা।
তোমরা না হয় পূর্ণিমা-রাত হবে,
স্বপ্নে ঝলমল।
আমরা হব দিন!*

---

* প্রথম প্রকাশ : 'নব-কল্লোল', প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ভাদ্র ১৩৫৪। পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কুমারকৃষ্ণ বসু—নাম তিনটি পত্রিকার প্রচ্ছদে মুদ্রিত ছিল।

চা

লন্ডনকে ঘুষ দিয়ে আমরা চা পান করি।

আমাদের পাহাড়ের গায়ে বাগান,
আমাদের মালি চারা গজায়,
কুঁড়ি পাতা চয়ন করে আমাদেরই কুলি,
তারা ন্যাংটো, অসভ্য, কালো।
পোড়া কয়লার মতো কালো।
সাদা রাজা তাই তার তৈরি চা খেয়ে বলে,
বাঃ বেশ তো!
বিজ্ঞাপন ঘোষণা করে সহাস্যে
জগতের সেরা দেশ ইংল্যান্ডের
চারটের চা খাওয়ার উৎসব!
কী ভীষণ বিজ্ঞাপন,
যেন বিদেশি নেশাখোরের চোরাগোপ্তা আত্মাভিমান—
চা-কে ক্যাটালিটিক এজেন্ট, করে,
লেডির সাথে মিলন ঘটানো
টিনের মগে চা-খাওয়া লোকটার
দুজনেই চা খায়, তাই,
সমান তারা,
যুক্ত।
সোসাইটি লেডি তার যৌন-চিকন কাঁপা হাতে
চা বিলায় লর্ডদের পেয়ালায়,
মজুর রাস্তায় টিনের মগ থেকে চা খায়!
বিস্কুট-ফিস্কুট কিছু নয়,
ঠান্ডা অমিষ্ট ক্ষীরহীন জোলো চা।
চা কাদের রক্ত,
চা কাদের জীবন যৌবন আশা আনন্দের নির্যাস,
চা কাদের বন্ধ্যা জন্মকামনা,
কাদের জেল-চাবুকের ব্যথা,
কাদের কুমারীজীবনের বলাৎকারের যন্ত্রণা,